১৮তম সার্ক সম্মেলনে বাংলাদেশের নাগরিক সামজের দাবী

সার্ক Connectivity নিশ্চিত করতে হবে মানব কল্যান এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কোন মুনাফার জন্য নয়

১. সার্ক গঠনে দক্ষিণ এশীয়ার জনগনের প্রত্যাশা পূরন হয়নি

১৯৮৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ নিয়ে SAARC (South Asian Association for Regional Co-operation) গঠিত হয়েছিল, বর্তমানে এই প্লাটফর্মে অষ্টম দেশ হিসাবে আফগানিস্তান যুক্ত হয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগীতার কৌশল সম্প্রসারন করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে গঠিত এই প্লাটফর্ম এর প্রধান লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ এশীয়ার ১৭৫ কোটি জনগণের কল্যাণ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্রতা দূর করা। ইতিমধ্যেই ১৭টি সম্মেলন শেষ হয়েছে, কিন্তু আজ অবদি এ অঞ্চলের প্রধান লক্ষ্য দারিদ্র বিমোচনের কোন লক্ষণ আমাদের সামনে প্রতিফলিত হচ্ছে না। প্রত্যেকটি সম্মেলনে আমাদের নেতৃবৃন্দ দারিদ্র দূরীকরনে একযোগে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও এ অঞ্চলের প্রায় ৩৫-৪০% মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আমরা সেই পূর্বের পর্যায়েই অবস্থান করছি, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব আমাদের কৃষি উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে হ্রাস করছে এবং দারিদ্রতাকে আরও তীব্রতর করছে। ফলস্বরূপ বিশ্ববাজারেও প্রতিযোগীতামূলক সক্ষমতায়ও আমরা ক্রমান্বয়েই পিছিয়ে পড়ছি। এরকম অবস্থায় আর মাত্র কয়েক দিন পরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৮তম সার্ক সম্মেলন। ইতিমধ্যেই ভারতের প্রস্তাবনায় সার্ক সম্মেলনের প্রধান থীম (Theme) হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে "আঞ্চলিক যোগাযোগ বা Regional Connectivity। অর্থাৎ সার্ক অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা হবে। এর ফলে দেশেগুলোতে ব্যবসা উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং দারিদ্র দূরীকরনের পথ প্রশস্ত হবে। আমরা বিষয়টিকে অ-স্বীকার করছি না। তবে এই Regional Connectivity এর প্রস্তাব করা হয়েছে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং বহুজাতিক কোম্পানীসুমহের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং এখানেই আমাদের প্রধান উদ্বেগের বিষয়। এখানে জনগনের কোন Connectivity বা যোগাযোগের বিষয় নাই, আঞ্চলিক সহযোগীতার ভিত্তিতে এক দেশের জনগন অন্য দেশে প্রবেশ, কর্মসংস্থান এবং নিজের জীবনমান উন্নয়নের কোন সুযোগ নাই। আমরা এ ধরনের আঞ্চলিকতাবাদ এর বিরোধীতা করি। আমরা মনে করি দক্ষিণ এশিয়ার জনগনের জীবনমান উন্নয়ন করতে হলে Connectivity বা যোগাযোগের নামে শুধু বহুজাতিক কোম্পানীর ব্যবসা সম্প্রসারন করার বিষয়টি একক কোন কৌশল হতে পারে না বরং সার্ক অঞ্চলে জনগনের অবাধ যাতায়াত অধিকার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, কর্মসংস্থান যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করার মাধ্যমেই দারিদ্র দূরীকরনের মূল কৌশল নিহিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে সার্ক নেতৃবৃন্দকে Connectivity বা যোগাযোগের ধারনাকে আরও সম্প্রসারন করতে হবে এবং তথাকথিত ব্যবসায়ীক আঞ্চলিকতাবাদ পরিহার হবে জনকেন্দ্রিক আঞ্চলিকতাবাদ বা জনগনের আঞ্চলিকতাবাদ চর্চা করতে হবে। তবেই হয়ত দারিদ্র দূরীকরনে সার্কের স্বপ্ন পূরন হতে পারে। আমরা সার্কের নাগরিক সমাজ এরকম একটি স্বপ্ন দেখছি এবং তাকে কেন্দ্র করেই আসন্ন সার্ক সম্মেলনে আমরা "পিপলস সার্ক-বাংলাদেশ গ্রুপের" পক্ষ থেকে সার্ক নেতৃবৃন্দের কাছে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ তুলে ধরছি;

২. ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরনে সত্যিকার এবং বাস্ড়বমূখী সহযোগীতা নিশ্চিত করতে হবে

সার্ক অঞ্চলের বর্তমানে প্রায় ১৭৫ কোটি জনগোষ্ঠী, যার মধ্যে প্রায় ৬০ কোটি লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছে এবং তাদের খাদ্য নিরাপত্তা এখনোও নিশ্চিত হয়নি। ভারতের সাম্প্রতিক জরীপ অনুযায়ী পূর্বের চাইতে ১০ কোটি দরিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে সরাকরী হিসাবেই এখোনও ৩১% জনগোষ্ঠী দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে, আফগানিস্ড়ান নেপালেও একই অবস্থা বিদ্যমান। জাতসিংঘের এমডিজি লক্ষ্য অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র দূরীকরন অঙ্গীকার থাকলেও লক্ষ্য অর্জনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। সমন্বিত খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহনে সার্ক নেতৃবৃন্দের অনীহা বা ব্যর্থতা এবং খাদ্য নিয়ে মানবিকতা চর্চার পরিবর্তে রাজনীতির কৌশল অবলম্বন করার মানসিকতা সার্ক অঞ্চল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন হওয়ার পথে একটি বাধা বলে আমরা মনে করি। সার্ক নেতৃবৃন্দকে এ অবস্থা পরিহার করতে হবে এবং দারিদ্র দূরীকরন ও খাদ্য নিরাপত্তায় নিম্নোক্ত বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং সহযোগীতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে;

ক. <u>সার্ক ফুড ব্যাংককে কার্যকর ও গতিশীল করতে হবেঃ</u>

সার্ক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও পাকিস্ড়ান খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকলেও অন্য সদস্য দেশগুলোতে খাদ্য ঘাটতী রয়েছে, যে কারনে একটি কার্যকর আঞ্চলিক খাদ্য ভান্ডার গড়ে তোলার বিষয়টি গুর"ত্ব সহকারে গ্রহন করা হয়েছিল এবং তার প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালে একটি খাদ্য ভান্ডারও স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি বন্ধুরাষ্ট্র ভারত বানিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার কারনে খাদ্য ভান্ডার এর উপযোগীতা সঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। যে কারনে ২০০৭ সালে সিডর পরবর্তী খাদ্য সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ অনেক চেষ্টা করেও সার্ক ফুড ব্যাংক থেকে খাদ্যসহায়তা নিতে পারেনি। আমরা মনে করি সংকটকালীন সময়ে দরিদ্র জনগনের খাদ্য চাহিদার বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে হবে এবং সেই অলোকেই সার্ক নেতৃবৃন্দকে সার্ক অঞ্চলিক খাদ্য ভান্ডার এবং গতিশীল ও সক্রিয় ব্যবস্থাপনা গঠন করতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পুনঃপর্যালোচনা করতে হবে;

১. সার্ক অঞ্চলে যেকোনও পরিস্থিতিতে, খাদ্য সংকট দেখা দিলেই যেন সদস্য রাষ্ট্রগুলো ফুড ব্যাংক থেকে খাদ্য সাহায্য পেতে পারে সেরকম নীতি- ব্যবস্থা গ্রহন করা।

২. খাদ্য সাহায্যের আবেদনের শর্ত হিসেবে ৮% গড় উৎপাদন কম হওয়ার শর্ত শীথিল করতে হবে এবং এটিকে সর্বচ্চো ৩% পর্যন্ড় করা যেতে পারে।

৩. ফুড ব্যাংক থেকে খাদ্য গ্রহনের ক্ষেত্রে এবং খাদ্যমান নির্ধারণে সকল সদস্য রাষ্ট্রের জন্য একটি একক মান নির্ধারণ করতে হবে। কারন খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণে একেক দেশের মানদন্ড একেক রকম হওয়ার ফলে তা ভবিষতে খাদ্য গ্রহন এবং সরবরাহে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

৪. বর্তমান মজুদ ৪% এর কোটা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এটাকে কমপক্ষে দ্বিগুণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

খ. কৃষিতে পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি করতে হবেঃ

এ অঞ্চলের ৭০% এর বেশি মানুষের জীবন-জীবিকা সরাসরি কৃষির সাথে সম্পর্কিত। যদিও বর্তমান সময়ে কৃষি থেকে আয় কমে যাচ্ছে, একই সাথে জিডিপিতেও আয় কমে গেলেও এখন পর্যন্ড় কৃষিখাতে সর্বাধিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও জীবন জীবিকা নির্ভরশীল। কিন্তু এ অঞ্চলের সদস্য দেশগুলো বহুজাতিক কোম্পানীর ইন্ধনে এখন কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে যা ক্রমাগতভাবে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু সদস্য দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভূটানে খাদ্য অমদানীর পরিমান ক্রমবর্ধমান। সুতরাং সদস্য দেশগুলোর আমদানী নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে কৃষিখাতে পারস্পরিক সহযোগীতা বৃদ্ধি করতে হবে, বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল জাত ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এর পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে।

গ. আঞ্চলিক ও সমতার ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন জরুরীঃ

পানি সার্ক অঞ্চলের কৃষি উৎপাদনের জন্য একটি অপরিহার্য সম্পদ। সার্কের অন্যান্য দেশগুলোর সাথে কৃষি বিষয়ে পানি নিয়ে কোন মতবিরোধ না থাকলেও বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে পানি নিয়ে একটি অনাকাংখিত মতপার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। এতে ভারতের পক্ষ থেকে কার্যকর উদ্যোগের অভাবে বাংলাদেশ বেশীরভাগ নদীই শুষ্ক মৌসুমে পানিশুন্য হয়ে পড়ছে। ফলে কৃষিতে ক্ষেত্রেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া, মর"করন প্রবনতার কারনে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠী দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির শিকার হচ্ছে। বিষয়টি অবশ্যই সমাধান হওয়া উচিৎ এবং অভিন্ন নদীসমুহের সুষ্ঠ পানি বন্টন প্রক্রিয়া নিশিচত করা উচিৎ।

ঘ. সার্ক সিড ব্যাংক গড়ে তুলতে হবে এবং বহুজাতিক কোম্পানীর হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করতে হবেঃ

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং কৃষিতে আত্মনির্ভর হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১১ সালে সার্ক সিড ব্যাংক গঠিত হওয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর প্রায় ৩ বছর পার হয়ে গেলেও এখনও আলোর মুখ দেখতে পারেনি সার্ক সিড ব্যাংক। চুক্তি অনুযায়ী সকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসমর্থিত হলেই কেবল চুক্তিটি কার্যকর হবে। আট সদস্যের মধ্যে এখন পর্যন্ড় ছয়টি দেশ অনুস্বাক্ষর করেছে। আগানিস্ড়ান, পাকিস্ড়ন এবং মালদ্বীপ এখোনও এই চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করে নাই। আমরা তাদেরকে আহ্বান জানাব তারা যেন এই সম্মেলনেই চুক্তিটি অনুস্বাক্ষর করেন।

দ্বীতিয়ত প্রস্ড়াবিত সীড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালন নীতিমালা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারন কৃষকের স্বার্থ বিরোধী, বিশেষ করে চুক্তিতে স্থানীয় বীজের গুর"ত্বের কথা স্বীকার করা হলেও, এর উন্নয়নে ব্যাংক কী ধরনের ভূমিকা রাখবে সে ব্যাপারে কোনও কিছু উলেণ্ঢখ নেই। উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে নিজেদের অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য কৃষকের দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়ে চুক্তিতে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা মনে করি বীজের সাধারন কৃষকের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে এবং সে উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর সার্ক সিড ব্যাংক বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলা বিবেচনা করতে হবে;

১. সার্ক সিড ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রকৃত কৃষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
২. সিড ব্যাংকে কৃষকরে ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও দক্ষতাকে স্বীকৃতি প্রদান ও তা রক্ষা করা বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
৩. উন্নত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গস্থহণ করতে হবে।
৪. উন্নত জাতের সম্প্রসারণের নামে বীজ কোম্পানিগুলো যেন অন্যায় মুনাফা অর্জন না করতে পারে সেটা নিশ্চত করতে হবে।

৩. জলবায়ু পবিবর্তন মোকাবেলায় "ঢাকা ও থিম্পু ঘোষনার" বাস্তবায়ন চাই

এটা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জলবায়ু পরিবর্তন সার্ক অঞ্চলের জনগন এবং অর্থনীতির জন্য বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় সময়ের জন্যই একটি বড় হুমকি এবং এর নেতিবাচক প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা করাও একটি বড় চ্যালে্ঞ্জ। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য এ অঞ্চলের জনগন কোন অবস্থাতেই দায়ী নয়, তথাপি এর ক্ষতিকর প্রভাবের কারনে বিশাল আর্থ-সামাজিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। IPCC'র সর্বশের্ষ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এটা বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার কিছু অংশে শষ্যের ফলন ২০২০ সাল নাগাদ প্রায় ২.৫% থেকে ১০% পর্যন্ড় এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ৫-৩০% পর্যন্ড় কমে যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের হচ্ছে সার্ক অঞ্চলের সবচাইতে বিপন্ন একটি দেশ। কারন জলবায়ুর পরবির্তনের ফলে সৃষ্ট ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা নদীভাঙ্গন লবনাক্ততা ইত্যাদির সংখ্যা ও তীব্রতা ব্যাপকভাবে বেড়েছে, ফলে ব্যাপক জীবনহানী ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ঘটাচ্ছে এবং কাংখিত উন্নয়নের গতিকে করছে সীমিত। এয়াড়াও রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির আশংকা যেটা ভারত, বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকাসহ পুরো মালদ্বীপ ডুবে যাওয়ার আশংকা, যার ফলে দক্ষিণ এশিয়াতেই ২০৫০ সাল নাগাদ প্রায় ৭০ মিলিয়ন লোক উদ্বাস্তু হতে পারে। বিষয়টি অনুধাবন করে সার্ক নেতৃবৃন্দ ২০১০ সালে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় "থিম্পু ঘোষনা" স্বাক্ষর করে এবং বাস্ড়বায়নের অঙ্গীকার করেন। আমরা এই থিম্পু ঘোষনার কার্যকর বাস্ড়বায়ন চাই বিশেষ করে এতদঞ্চলের মানুষের টিকে থাকার স্বার্থে। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বাস্ড়বায়নের জর"রী ব্যবস্থা চাই;

ক. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কার্যকর কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নে সার্ক বিশেষজ্ঞ প্যানেল অবিলম্বে গঠন করতে হবে।
খ. এতদঅঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক পরিবর্তনের উপর সচেতনতা তৈরী এবং অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা উপকরন প্রণয়ন করতে হবে এবং তা বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
গ. জলাবায়ু পবির্তনের উপর গবেষণা জোরদার করতে হবে এবং অভিযোজন বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তার কৌশল, কর্মপরিকল্পনা এবং কারিগরী সহযোগীতা নিশ্চিত করতে হবে।
ঘ. সার্ক জলবায়ু তহবিল গঠন করার প্রতিশ্র"তি ছিল। আমরা মনে করি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে হলে এর জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল নিশ্চিত করতে হবে এবং সেক্ষত্রে বিশেষায়িত জলবায়ু তহবিল অবশ্যই জর"রী।
ঙ. সার্ক প্রযুক্তি উন্নয়ন কেন্দ্র (Technology Dev Centre) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার বিষয়টি প্রযুক্তি নির্ভর এবং সেক্ষেত্রে আমাদের কোন অবস্থাতেই পশ্চিমা মুখাপেক্ষি থাকা উচিৎ নয়।

৪. আমরা একটি ভিসামুক্ত দক্ষিণ এশিয়া চাই যেখানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবাধ যাতায়াত এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে আমরা যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দিকে তাকাই তাহলে কিছু পরিষ্কার চিত্র আমাদের সামনে ভেসে উঠবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল মূলত: অনেকগুলো উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে। প্রথমতঃ এই ইউনিয়নের অধীনে পশ্চাদপদ দেশগুলোকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেওয়া যাতে করে তারা অল্প সময়ের মধ্যে স্বাবলম্বী হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দেশগুলোর মধ্যে ভিসামুক্ত অবাধ যাতায়াত এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এসব উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তৈরীতে নেতৃত্বদানকারী দেশ জার্মান, ফ্রান্স এবং ইতালীর সহযোগিতামূলক মনোভাবের কারনে। যে কারণে আজকের বৃটেনের একজন নাগরিক ইচ্ছা করলে ইউনিয়ভুক্ত যে কোন দেশে ভিসা ছাড়া প্রবেশাধিকার রাখে এবং যে কোন দেশে নিজের ইচ্ছামত কর্মসংস্থান করতে পারে। ইউরোপের বাইরের কোন দেশের নাগরিক যদি উক্ত ইউনিয়নভূক্ত যে কোন এক দেশ থেকে ভিসা গ্রহন করেন তাহলে তিনি উক্ত ইউনিয়নের সমস্ড় দেশে ভ্রমন করতে পারবেন।

আমরা মনে করি সার্ক অঞ্চলের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের জন্য এমন একটি মুক্ত অঞ্চল তৈরী করা সম্ভব যেখানে সদস্য দেশের একজন নাগরিক যে কোন সময় সার্কের যে কোন দেশে অবাধে যাতায়াত করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে নিজের কর্মসংস্থান তৈরী করতে পারবেন। সার্ক নেতৃবৃন্দ দক্ষিণ এশিয়াকে ভিসামুক্ত অঞ্চল করার আশবাদ ব্যক্ত করলেও কার্যত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। দরিদ্র জনগনের যারা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য মানবিক কারনে ভিসা পাওয়ার অগ্রাধিকার রাখে তারা বঞ্চিত হচ্ছে, আর মুক্ত ভিসা দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ী, আইনজীবি এদেরকে যা আমরা কখনোই প্রত্যাশা করিনি।

৫. সামরিকায়ন নয় বরং মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি চাই

দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক ব্যয় সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সামরিক খাতে ভারতের ব্যয় ৩৮.৩৫ বিলিয়ন, পাকিস্ড়ান ০৭ বিলিয়ন, শ্রীলঙ্কা ২.৮১ বিলিয়ন, বাংলাদেশ প্রায় ২.০ বিলিয়ন এবং নেপাল ৫০০ মিলিয়ন ডলার। এবং বিশেণ্ডষনে দেখা যাচ্ছে
যে প্রতি বছরই এই ব্যয় গড়ে ১০-১৫% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয়ের কারনে আমাদের সরকারসমুহ দারিদ্র বিমোচন, বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পয়নিষ্কাশন খাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলানে ব্যর্থ হচ্ছে যা এই অঞ্চলের দারিদ্র দূরীকরনে প্রধান বাধা। আর্থ-সামিজক উন্নয়নের এই ধীর গতি এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে টিকে থাকার সামর্থ্যকে দুর্বল করছে যা ভবিষ্যতে আরও অ-স্থিতিশীলতা ও শান্ড়ি প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে বলে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বৈশ্বিক গবেষনায় প্রমানিত হয়েছে (সুত্রঃ Climate Change & Mass conflict, Maplecroft 2014)। আমরা মনে করি সার্ক নেতৃবৃন্দকে তাদের ভ্রান্ড় ধারনাপ্রসুত নিরাপত্তাভীতি থেকে সৃষ্ট সামরিকরন ব্যয় হ্রাস করে এ অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি এ অঞ্চলের মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি একই সুত্রে গাথা এবং আমরা পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্য বা ধ্বংসের হুমকি দেবার জন্য সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কোন দরকার নাই, বরং আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব উন্নয়ন যেটা সম্ভব শুধুমাত্র শিক্ষা,স্বাস্থ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বিনিয়োগরে মাধ্যমেই।

৬. দক্ষিণ এশিয়া হতে পারে ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্ত চিন্তার চারনভুমিঃ

সর্বপোরি আমরা দক্ষিন এশিয়ার সাধারন জনগন এমন একটি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যাশা করছি, যেটা হতে পারে ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্ত চিন্ড়ার চারনভুমি। অতীতে এই দক্ষিণ এশিয়াই ছিল শিক্ষা ও জ্ঞান আহরনের ক্ষেত্র এবং আমরা আমাদের সেই অতীত গৌরব ফিরে পেতে চাই যেখানে মানুষে মানুষের মধ্যে থাকবে না কোন ভেদাভেদ, থাকবে সহমর্মিতা, মুক্ত চিন্ড়া এবং মানবিকতার চর্চা। আমরা সার্ক নেতৃবৃন্দকে এমন স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ শুরু করার আহ্বান জানাই।

পিপল'স সার্ক, বাংলাদেশ-এর পক্ষে

যোগাযোগঃ ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটি বিডি) বাড়ী-১৩, মেট্রো মেলডি, রোড-২.শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন +৮৮ ০২ ৮১২৫১৮১, +৮৮ ০২ ৮১৫৪৬৭৩ ওয়েব. www.equitybd.org .
অধিকতর তথ্যের জন্য যোগাযোগ: সৈয়দ আমিনুল হক, মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮১৫, ইমেইল: aminul@coastbd.org